গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান কৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর
উন্নয়ন শাখা-৩
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩
website: www.pwd.gov.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.৩৪৮.১৫/ ৪০৬০

তারিখঃ ২৩/০৮/১৪২৪ বঃ
০৭/১২/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ তাঁর স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০১৮.১৪-৮৬ তারিখঃ ২৫/০১/২০১৫খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা / অনুশাসন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন (ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রিঃ) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২(দুই) প্রস্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে (২সেট--৪পাতা)।

০৭.১২.১৭
(মোসলেহ্ উদ্দীন আহাম্মদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৮৯১৪, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৪৬২৪
se_coord@pwd.gov.bd

কার্যার্থেঃ

সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা শাখা-১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওস), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা। (সংযুক্তিঃ প্রতিবেদন ০১ প্রস্থ)
২। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের ষ্টাফ অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এম আই এস সেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা। (সংযুক্তিঃ প্রতিবেদন ০১ প্রস্থ)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনাধীন মাস ঃ

ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রিঃ

ক্রমিক	অনুশাসনের ক্রমিক	অনুশাসন	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	২।	জাতীয় সংসদ ভবনের মূল নকশা যা লুই আই কান করে দিয়েছেন তা অপরিবর্তিত রাখতে হবে। সংসদ ভবন এলাকায় মূল নকশায় সচিবালয় নির্মাণের যে পরিকল্পনা ছিল তা অবিকৃত রাখতে হবে এবং নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করার পদক্ষেপ নিতে হবে।	জাতীয় সচিবালয় নির্মাণের লক্ষ্যে ২২০৮.৮৩ কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ১৩/১০/১৫খ্রিঃ তারিখের একনেক সভায় অলোচিত হয়েছে। একনেক সভায় স্থপতি লুই আই কান এর মূল মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রনয়নের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হতে লুই আই কান এর মূল নকশা সংগ্রহ করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ডিপিপি পূর্নগঠন হবে।
২।	৪	ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্থানসমূহ অবিকল একইভাবে সংরক্ষণ জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্থাপত্য শিল্প বিবেচনায় কোন ভবন বা স্থাপনা দৃষ্টিনন্দন হিসেবে প্রতিভাত হলে তা সংরক্ষণ করতে হবে।	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর নির্দেশনা এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর এর পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৩।	৫	নগরীর আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে প্রয়োজনে বিশালায়তনের পুরাতন ভবন ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মান করতে হবে।	মতিঝিল ও আজিমপুর সরকারি কোয়ার্টার এলাকায় টাওয়ার ভবন নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০ তলা বিশিষ্ট ১০টি ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া মিরপুরে ১০৬৪ টি ফ্ল্যাট ও ৬০৮ টি ফ্ল্যাট, মালিবাগের ৪৫৬টি ফ্ল্যাট, মিরপুরে ২৮৮টি ফ্ল্যাট এবং ইস্কাটনে ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প, নারায়নগঞ্জের আলীগঞ্জে ৪৫৬টি ফ্ল্যাট, আজিমপুরে জুডিশিয়াল টাওয়ার ভবনে ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ, তেজগাঁও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ৫৮টি ফ্ল্যাট, বেইলী রোডে মাননীয় মন্ত্রী বর্গের জন্য ১০টি ফ্ল্যাট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং এ ধরণের আরও ভবন নির্মাণ প্রকল্পের DPP প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪।	৮	পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এসব সম্পত্তি প্রয়োজনে ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসকে বরাদ্দ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে এসব জমিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিদেশী দূতাবাসকে বরাদ্দ প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, গুলশান, চট্টগ্রামের বিভিন্ন পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তন্মধ্যে ঢাকার গুলশান, ধানমন্ডি এবং মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়ি ভেঙ্গে ৩৯৮টি এবং চট্টগ্রামে ১৫টি ভবন ভেঙ্গে ৫৭৬টি ফ্ল্যাট এবং ৬৪টি ডরমিটরি নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে।
৫।	৯	সম্প্রতি তেজগাঁও শিল্প এলাকাকে বাণিজ্যিক এলাকা ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকা পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে পৃথক একটি "মাষ্টার প্ল্যান" প্রণয়ন করতে হবে।	তেজগাঁও শিল্প এলাকাকে শিল্প কাম বাণিজ্যিক, আবাসিক এলাকা হিসাবে ঘোষনা করে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ করছে।
৬।	১১	ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যান উন্নয়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যেন এখানে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারে। একইসাথে দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এটাকে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাষ্টার প্ল্যান এর ভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

ক্রমিক	অনুশাসনের ক্রমিক	অনুশাসন	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে।	
৭।	১৫	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন ছোট ছোট প্রকৌশল দপ্তরসমূহকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে সুপারিশ পেশ করতে পারেন।	বিগত ২৬/০২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	২১	ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে নির্মিত বেইলী ডাম্প কলোনীর ভবন ভেঙ্গে সেখানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করতে হবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থাপত্য নক্সার ভিত্তিতে ৯২৪.২২ লক্ষ টাকার ডিপিপি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পণা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পণা কমিশন হতে বেইলী রোড এলাকার মিনি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী সাপেক্ষে ডিপিপি পূর্ণগঠনের জন্য বলা হয়েছে। অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যান ও তদানুযায়ী প্রণীত মিনি সাইট প্ল্যান এখনও স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে পাওয়া যায়নি। অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যান ও সাইট প্ল্যান প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিপিপি প্রনয়ণ করা হবে।

(মোঃ খালেদ হোসাইন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।

(মোসলেহ্ উদ্দীন আহাম্মদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।